শিশিরকুমার দাসের ভারতীয়সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে দু-একটি কথা

অমিয় দেব

শিশির কুমার দাসের ‘এ হিষ্ট্রি অবইণ্ডিয়ান লিটেরেচার’-এর যে দুই খণ্ড(১৮০০-১৯১০ ও ১৯১১১-৫৬)১৯৯১ ও ১৯৯৫-তে প্রকাশিত হযেছিল তা পড়ে নাকি কারোর কারোর মনেহয়েছে তিনি ভারতীয় সাহিত্যসমূহের বৈচিত্র্যের কথা না লিখে খালি ঐক্যেরকথা লিখেছেন। আবার তার পেছনে দু-একজন জাতীয়তাবাদের ছায়া দেখতেপেয়েছেন। আবার দু-একজনের এমনও নাকি মনে হয়েছে যে সমগ্র ভারতীয়সাহিত্যের পরিচয় তো তিনি দিতে পারেননি, কারণ লিখেছেন কেবল সাহিত্যঅকাদেমি স্বীকৃত ভাষাগুলির কথা, অন্য অনেক অবৃহৎ ভাষার কথা আদৌলেখেননি। আরো কেউ কেউ একথা নাকি বলেছেন যে তিনি তো শুধুপ্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত রচনার কথাই বলেছেন, যা আড়ালে আছে, যাপ্রতিবাদী, যা ভিন্নস্তরের, হাটে মাঠে ঘাটে উৎপন্ন, বাএকান্ত নারীচেতনা বা দলিত চেতনাজাত তার দিকে নজর দেননি। আসলেএই তিনরকম অতৃপ্তির পেছনে আছে এক একদেশদর্শিতার নালিশ, তাকেজাতীয়তাবাদী বা বৃহৎ ভাষানির্ভর বা প্রতিষ্ঠা স াপেক্ষ যা-ইবলা হোক না কেন। যাঁরাতত্ত্বপন্থী তাঁরা চান সকল লেখারই যেন এক তাত্ত্বিক কাঠামো থাকে।শিশিরকুমার দাশের কি কোনো প্রতিবেদ্য তত্ত্বভূমি আছে, নাকি তিনিকেবল তথ্যই সাজিয়ে গেছেন? ইতিহাস লেখার কোন প্রস্থানে তিনিবিশ্বাসী? ইত্যাদি নানা প্রশ্নের উত্তর দেয়া খুব সহজ নয়।শিশিরকুমার দাশ বেঁচে থাকলে হয়তো তাঁর সঙ্গেই তর্কটা তে ালা যেত। আমিযা বলব তা মূলত তাঁর সাহিত্যেতিহাসের পাঠক হিসেবে, একটুখানি হয়তো বাতাঁর বন্ধু হিসেবেও।

তাঁর ইতিহাসের তৃতীয় খণ্ডও তিনি প্রায় শেষকরে গেছেন, কালক্রম ৮৫০-১২৫০। তা নিয়ে কথা বলবার অবকাশ এখনও হয়নি, কথাবলব প্রথম দুটি খণ্ড নিয়ে। দুটিই বৃহদায়তন ভূমিকা নির্ঘন্ট ইত্যাদি নিয়ে একটির পৃষ্ঠাসংখ্যাআটশে ার বেশি, অন্যটির নশোরও একটু উপর। দুটিরই দুটি করে ভাগআছে। প্রথম ভাগে আখ্যান, দ্বিতীয় ভাগে তথ্যপঞ্জি-দুই ভাগের আয়তনপ্রায় সমান। তথ্যপঞ্জিকে পরিশিষ্ট ভাবার প্রবণতা আমাদেরঅনেকেরই আছে, এখানে তা আদৌ পরিশিষ্ট নয়, এমনকী চাইলেশিশিরকুমার দাশ তা দিয়ে শু করতেও পারতেন। আখ্যান পরে আসত। শুধুআখ্যান পড়ে নিয়ে যদি আমরা ভাবি ইতিহাস পড়া হয়ে গেল তাহলে একধরনেরএকপেশেমিই হবে, যদি আবার ইপাঠের ভিত্তিতেই সাধুবাদ দিই বা সংশয় প্রকাশ করে ফেলি। তথ্যপঞ্জি তিনি সাজিয়েছেন বছর ধরে ধরে, কিন্তু ভাষাগুলিকে আলাদা করে(১৮০০-১৯১০-এর ক্ষেত্রে সাহিত্য অকাদেমির বাইশটির সঙ্গে ফারশিও যোগকরেছেন), একযোগে, যাতে এই সবকটি ভাষার এক সামগ্রিক চেহারা ধরাপড়ে। তথ্যসংগ্রহে তাঁকে সাহায্য করেছেন বিবিধ ভাষায় তথ্য সংগ্রাহকরা; তদুপরি তিনি তথ্য যাচাই করে নিতে তথ্যবিশেষজ্ঞ ও জাতীয় গ্রন্থাগারের পঞ্জিনির্মাতাদের সাহায্যনিয়েছেন। তথ্যও বিধি, ১৮০০-১৯১০ সংবলিত খণ্ডে চতুর্থমাত্রিক-এক ঃ সাহিত্যেরঅতিরিক্ত কিন্তু সাহিত্যে প্রভাব বিস্তারকারী ঘটনাবলি, দুইঃলেখকদের জন্ম-মৃত্যু, তিনঃ রচনাপ্রকাশ। চার ঃ সাহিত্যপত্রেরপ্রতিষ্ঠা। তিন ও চার পরের খণ্ডে একত্রে। তেইশ বা বাইশটি ভাষাকে একত্রে নিয়ে

এত বিশদ তথ্যবিন্যাস এর আগে হয়েছে বলে জানি না। তবে আরো তথ্য যদি আমাদের নজরে থেকেথাকে, ধরা যাক প্রতিষ্ঠাব্যতিরেকী সাহিত্যজগৎ থেকে এই চার বাতিন দফার আরো সংবাদ, তা অবশ্যই যোগ করা যেতে পারে। তবে যে াগ মানেবর্তমান কোনো তথ্যের বিয়োগ নয়। আমি তথ্যপঞ্জির উপর জোর দিচ্ছি,কারণ আমার মনে হয়েছে শিশিরকুমার দাসের প্রাথমিক ইতিহাস এইতথ্যপঞ্জিই। সমৃদ্ধতর তথ্যপঞ্জিতেও অন্যতর আখ্যান সম্ভব। এবং তাঁর প্রথমখণ্ডের (১৮০০-

১৯০০) ভূমিকায় শিশিরকুমার দাশও তার আভাসদিয়েছেন। বলেছেন, তাঁর ইতিহাসে নিশ্চয়ই অনেক ফাঁক থেকে গেছে, তা পূরণকরে যদি অন্যতর ইতিহাস লেখা হয় তবেই তাঁর প্রয়াস সার্থক হবে।আমার কাছে খুবই জরি মনে হয়েছে তাঁর এই পদ্ধতি, এই বহুভাষাভিত্তিক কালানুক্রমিক তথ্যপঞ্জি নির্মাণ যাথেকে স্বতই সব ইতিহাসের উপাত্ত প্রতীয়মান হয়ে উঠছে। আর এইউপাত্তসমূহ বয়ন করেই রচিত হচ্ছে আখ্যান। সেই বয়নে বয়ান তো থাকতেইপারে। সেই বয়ানে যদি ক ারো আপত্তি থাকে তংার পক্ষে অন্যতরবয়াননির্ভর আখ্যান বয়ন কঠিন হবে না। আর অন্য কোনো পদ্ধতিতে যদি কেউএগোতে চান তাঁর ইতিহাস তো অন্যতর হবেই। আমার প্রশ্ন,শিশিরকুমার দাসের পদ্ধতিতে কি কোনো ফাঁক আছে? তথ্যপঞ্জি সমৃদ্ধতরহোক, শিশিরকুমার দাশ যে-অন্ত বা অন্য বা প্রতিবাদী জগতেরসাহিত্যের দিকে তেমন মন দেননি তা তথ্যপঞ্জিতে প্রবিষ্ট হোক, এমনকীভাষার সংখ্যাও আরো বাড়িয়ে দেওয়াহোক, এবং সম্ভব হলে কেবল লিখিত সাহিত্য নয় মুখফেরতা শ্রব্য সাহিত্যও হোকপঞ্জিকার অন্তর্ভুক্ত, আর তার ভিত্তিতে লেখা হোক নূতন আখ্যান- এককেন, লেখা হে াক একের অধিক আখ্যান- কিন্তু পদ্ধতির কোনো হেরফের কিতাতে হবে ? সৌরীন ভট্টাচার্য - যাকে'পদ্ধতির পাঁচালি' বলেছেন তাঁর এক বইয়ের শিরোনামে সেইপাঁচালিই আমি শোনাতে চাইছি, খালি শিশিরকুমার দাশ তাঁর আখ্যানে কীবললেন আর কী বললেন না তার কথা না ভেবে, কী পদ্ধতিতে সেই আখ্যানেপৌঁছলেন তার কথাও খানিক ভাবা যাক। তাতে যেমন তাঁরঅর্ন্তদৃষ্টিরতেমনি শ্রমেরও মর্যাদা দেয়া হবে। আলাদা আলাদা ইতিহাসতো আমরা লিখতেই পারি-ন ারী বা দলিত বা দমনবিরোধী প্রতিবাদী বাবিপ্লবী বা নানা মুখফেরতা সাহিত্যের ইতিহাস- আর যত লিখব ততই তোআম াদের ইতিহাসের ভাণ্ডার পূর্ণ হবে- এমনকী ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসরচনার সমস্যা নিয়েও সন্দর্ভ রচনা করতে পারি, কিন্তু সামগ্রিক ইতিহাস তোতাতে লেখা হয়ে উঠবে না। আর কেউ যদি তেমন সামগ্রিক ইতিহাস লেখেন তাহলেনিশ্চয়ই দেখতে হবে তিনি কী পদ্ধতিতে তা লিখেছেন। তথ্যপঞ্জিতে শু করেআখ্যানে পৌঁছনো তাই আমার কাছে এত জরি।

যতদূর জানি এর আগে এত বড়ো মাপের ইতিহাস কেউ লেখেননি। প্রতীচ্য ভারতবিদরা একসময় যা লিখেছেন তা মূলত সংস্কৃত সাহিত্যেরইতিহাস খুব বেশি হলে তার সঙ্গে পালি ও প্রাকৃতের যোগ হয়েছে। আধুনিকভারতীয় ভাষার স্বতন্ত্র সা হিত্যেতিহাস অনেক লেখা হয়েছে, প্রতীচ্যভারতবিদ্‌রা যেমন হালে কেউ কেউ লিখেছেন তেমনি আমরা নিজেরাও লিখেছি।কিন্তু এতগুলো ভারতীয় ভাষার সাহিত্যকে একযোগে নিয়ে এমন বিশদইতিহাস বোধকরি এই প্রথম। যখন সা হিত্য অকাদেমিকে এক আনুপূর্বিকইতিহাসের প্রস্তাব দিয়েছিলেন শিশিরকুমার দাশ তখন তিনি একেবলেছিলেন সমন্বিত ইতিহাস। আর সমন্বিত কাজেই তো সমূহের সমন্বয়। তাইতিনি কেন একে ভারতীয় সাহিত্যসমূহের ইতিহাস না বলে ভ ারতীয় সাহিত্যেরইতিহাস বললেন তা বোধকরি স্পষ্ট-বহুর সমন্বয় বলেই এক। আশির গোড়ারদিকে কেরল সাহিত্য অক াদেমির উদ্যোগে কে.এম.জর্জ দুই খণ্ডে'তুলনামূলক ভারতীয় সাহিত্য' নামে এক ইতিহাস গ্রন্থ সংকলন ওসম্পাদনা করেন। পনেরোটি ভারতীয় ভাষার সাহিত্যের বিবিধ শাখা নিয়েবিভিন্ন কালখণ্ডে আখ্যান লেখেন বিশেষজ্ঞরা। ধরা যাক শাখা 'অ', কালখণ্ড'ক' , তাতে ভাষানুক্রমে পাওয়া গেল পনেরোটি আখ্যান।সংকলক-সম্পাদক আখ্যানগুলিকে পরপর সাজিয়ে দেন, কিন্তু পরস্পরে গ্রথিতকরেন না। অর্থাৎ পাঠক চাইলে সাহিত্যসমূহের পরস্পর সন্নিবেশ থেকেভারতীয় সা হিত্যের এক উপাখ্যান চয়ন করে নিতে পারেন। সংকলিতইতিহাসের এইই বোধহয় প্রথম প্রয়াস, কিন্তু সমন্বিত ইতিহাস একেবলা যায না। শিশিরকুমার দাশের ইতিহাসের সঙ্গে কিঞ্চিৎ তুলনা হয়তো করা চলেআন্তর্জাতিক তুলনামূলক সা হিত্যসংস্থা আরব্ধ ইউরোপীয়ভাষাগোষ্ঠীর সাহিত্যসমূহের সার্বিক ইতিহাসরচনারপ্রকল্পকে, কিন্তু হয়তো অনুমেয় ক ারণেই তার পদ্ধতি ভিন্ন। তিনদশক ধরে এই কাজ চলছে, অনেকগুলি খণ্ডও বেরিয়ে গেছে, আরো কোনোকোনোটা বেরে াবারমুখে। কিন্তু খণ্ডগুলি ঠিক পুরোপুরি কালখণ্ডভিত্তিকনয়। যেমন লেখা হয়েছে রেনেসাঁসের সাহিত্যেতিহাস, কিন্তু চে াদ্দ-পনেরোবা ষোড়শ শতকের সাহিত্যেতিহাস নয়। লেখা হযেছে উনিশ বা বিশ শতকেরকতিপয় সাহিত্য আন্দে ালনের ইতিহাস,ঠিক উনিশ বা বিশ শতকের ইতিহাস নয়। তবে রেনেসাঁসই হোক কি সিম্বলিজমবা এক্সপ্রেশনিজমই হে াক, আখ্যান অপেক্ষাকৃত সার্বিক, পূর্ববর্তীইতিহাস খণ্ডের বা আন্দোলন পর্যালোচনার মত তুঙ্গান্বেষী নয়। শুনেছিশিশিরকুমার দাশ একবার ইউরোপীয় সাহিত্যতত্ত্ব বোধিনীর ইতিহাসকাররেনে ওয়েলেককে বলেছিলেন, কত ভ ালো হত যদি তাঁর মতো ব্যাপকদৃষ্টিসম্পন্ন আখ্যাতা এশিয়ার কোনো কোনো দেশের তাত্ত্বিক ইতিহাসওলিখতেন। উত্তরে ওয়েলেক নাকি তাঁর জ্ঞান যে কত সীমিত তা জানিয়ে বলেছিলেন,সেই ইতিহাস তো এশিয়ারই কাউকে লিখতে

হবে, ধরা যাক শিশিরকুমারদাশের মতো কাউকেই। ওয়েলেকের এই কথা তাঁকে কোনো প্রেরণাজুগিয়েছিল কিনা জানি না, তবে তাঁর সাহিত্যেতিহাসে তো তিনি তেমনই এককাজে নেমেছিলেন। কাজটা যে কী বিপুল তা শুধু তাঁর মুদ্রিত স ার্ধশতাব্দীসংকলিত দু-খণ্ডের আয়তন থেকেই বোঝা যায় না, তাঁর নির্ঘন্টের অগণনঅনুপুঙ্খ থেকেও অনুমান করা যায় । আরপড়ে উঠলে তো রীতিমতো বিস্মিত হতে হয় এই বিশাল সমুদ্র তিনি কীকরে পেরোলেন। এমন অনেক ঢেউ যদি থেকে থাকে যা তিনি গোনেননি, তাহলেপরবর্তী ইতিহাসকারদের তা গুণতে হবে। তাঁর তথ্য সংগৃহীত হয়েছে বিবিধভাষায় সা হিত্যইতিহাস ও অন্যান্য পূর্বসংগৃহীত তথ্যকোষ থেকে। যদি তেমনকোনো কোনো কোষ, এমনকী কোনো প্রকাশিত ইতিহ াস যা গতানুগতিকনয়, তাঁর নজরে না এসে থাকে, তাহলে তা আমাদের প্রত্যক্ষ করেতুলতে হবে। আর তাতে, আগেই বলেছি, তাঁর তথ্যপঞ্জির সমৃদ্ধিই বাড়বে।

ভারতীয় সাহিত্য বহু না এক এই তর্কের কোনোনিষ্পত্তি তিনি করতে বলেননি তাঁর ইতিহাসে। ভারতীয় সাহিত্য কথাটির মধ্যেএক বাচনিক ঐক্যের আভাস দেখে যদি আমরা ভেবে নিই তিনি নিষ্পত্তি করে বসেআছেন, তবে যুক্তির আক্ষরিকতাই প্রকাশ পাবে। এমন ধারণা থেকেতিনি শু করচেন না যে বহু ভাষায় লেখা হলেও ভারতীয় সাহিত্য আসলে এক। একমালয় ালম কবি একবার মজা করে যা বলেছিলেন, ভারতীয় সাহিত্য এক যেহেতু তাবহু ভাষায় লেখা, তার সঙ্গে কোনো তর্ক তঁ ার নেই। তিনি বলছেন বহু ভাষারকথা যদিও লিখছেন একবাচনিক ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস। বহুর কথা বলতেবলতে যে ঐক্যের দেখা তিনি পেয়েছেন- তাঁর তথ্যপঞ্জিই তা দেখিয়ে দিয়েছেতাঁকে - তাকেই তিনি পরমা প্রমা বলে ধরে নেননি। কোনো কোনোক্ষেত্রে যে -পূর্বস্ফুটন ও উত্তরস্ফুটনের তিনি প্রস্তাবকরেছেন তা বহুত্ব ও ঐক্যের এক সেতুবন্ধ- যদি কেবল ঐক্যই হত দৃশ্য তাহলে তোপূর্ব-উত্তরের প্রশ্নই উঠত না। জাতীয়তাবাদে সঞ্চালিতভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস যিনি লিখবেন তিনি তো বহুর ভেতর শুধু এককেইদেখতে থাকবেন। বহুকে তিনি বলবেন একেরই উপাদান, অর্থাৎ তাঁর মতে বিবিধ ভাষায় খালি একসাহিত্যই রচিত হযে চলেছে। ব্যত্যয় চোখে পড়লে হয় তা এড়িয়ে যাবেন নয়জাতীয় স্বার্থের নিদান খুঁজবেন। বহুর আর কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই এইবিশ্বাসই তাঁকে চালিত করবে- বহু হযে উঠবে নিতান্তই একের উপমান। কী চমৎকার হত যদি ভাষা হত এক বা বিলয় ঘটত বহু, এমন ঈপ্সা ধীরে ধীরেজাগতে থাকবে তাঁর মনে। যিনি একান্ত জ াতীয়তাবাদী সাহিত্যেতিহাসলিখবেন তাঁকে তো শেষ পর্যন্ত এক নিষ্কলঙ্ক জাতীয় সাহিত্যেরইস্বপ্ন দেখতে হবে- বহু ভাষায় বিবিধ সাহিত্যের তাতে স্থানকোথায়! ভারতীয় সাহিত্য একযেহেতু তা বহু ভাষায় লেখা, এই প্রস্তাব ওই গোপন আদর্শ ায়নেরইপ্রতিবাদ , তাই অদ্ভুত শোনালেও তা যুক্তিযুক্ত। এক ভারতীয় সাহিত্যর ইতিহাস লিখতে বসে যিনি বহু ভ ারতীয়সাহিত্যের কথা বলেন তিনি ওই যুক্তিতেই সামিল হন। তাঁর কাছে ওই বহু আরএকে কোনো নিরসনের অতীত দ্বন্দ্ব নেই। এ এমনই 'এক' যা'বহু' আছে বলেই আছে। তাই শিশিরকুমার দাশের গ্রন্থনামেরএকবচনের বহুবচনের সঙ্গে কোনে া বিরোধ নেই। তাই শিশিরকুমার দাশেরসাহিত্যের ইতিহাসে অন্ধজাতীয়তাবাদের কোনো নামগন্ধও নেই।

কিন্তু অন্ধজাতীয়তাবাদের অন্তর্গত উগ্রতা বাদমননির্ভরতা বা সত্যের অপলাপ কি এতটাই অবিরল বিবমিষায় আমাদের আচ্ছন্নকরে ফেলবে যে ঐক্যের কথা শুনলেই আমরা শিউরে উঠব? ভারতীয় ভাষায় যায় অনৈক্যেরপাশাপাশি যে ঐক্যও আছে, সাহিত্যে সাহিত্যে অমিলের পাশাপাশি যে মিলও আছে,তার অনেক প্রমাণের একটি তো এই যে এক ভ ারতীয় ভাষা থেকেআরেক ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ কোনো অভারতীয় ভাষায় অনুবাদেরচাইতে অধিক স্বচ্ছন্দ। অনেক প্রমাণের আরেকটিও তো এই যে একভারতীয় ভাষার সাহিত্যের আস্বাদন আরেক ভারতীয় ভাষার পাঠকেরকাছে কোনো অভারতীয় ভাষার সাহিত্যের আস্বাদনের চাইতে অধিক স্বচ্ছন্দ।এই যে শোনা যায় তেলুগু অনুবাদে শরৎচন্দ্রের তেলুগুভ াষী পাঠকরাএকসময় শরৎচন্দ্রকে তেলুগু ভাষার লেখক ভাবত, তা কি এক ঐক্যেরইদ্যোতনা নয়? তাছাড়া অনেকসময়ই তোভাষায় ভাষায় অভিজ্ঞতার মিলও ফুটে ওঠে, তা স্বাধীনতা আন্দোলন কিদেশভাগ বা দাঙ্গা যা-ই হোক না কেন। একটু পেছনে ফিরে গেলে'ভক্তি'-র বেলা আমরা কী দেখি- পদ্মপুরাণের সেই বিখ্যাত শ্লোকেওতার ঐক্য পুরো ধরা পড়ে না। ইত্যাদি ইত্যাদি আরো অনেক উদাহরণদেওয়া যায়, বলা যায় নানা অভিজ্ঞতার কথা যেখানে বহু আর একের সাযুজ্য ঘটেছে।শিশিরকুমার দাশ ৮৫০-১২৫০-এর যে ইতিহাস খণ্ডটি প্রায় শেষ করে গেছেনতাতে 'ভক্তি'র কথা নিশ্চয়ই বিশেষভাবে আছে। তাঁ র 'দিম্যাড লাভার' নামের ছোটো বইটিতে তিনি এ-নিয়ে কথা শু করেছিলেন,পরে শঙ্করদেব বিষয়েও লিখেছেন। অতএব ঐক্যের প্রশ্ন এলই যদিউগ্র জাতীয়তাবাদের ছায়া দেখি আমরা, তা কি একপেশেমি

হয় না? যাঁরাখালি জাতীয়তারই জয়ধবনি করেন বা মাঝে মাঝেই জিগির তোলেন, তাঁদেরএকদেশদুষ্ট বয়ানের প্রতিবাদ কি অমনই এক একপেশে বয়ান? স্বাধিকারপ্রমত্তদের সঙ্গে সংগ্রাম কি একসর্বৈব সংশয় ও অবিশ্বাস? ভারতীয় সাহিত্য কি শুধু অন্ধ জাতীয়তাবাদীদেরই,চক্ষুষ্মান আমাদেরও নয় ? আর আমাদেরই কি এই দায়িত্বও নয় যে ভারতবর্ষনামটা কেবল আমাদের মতো শিক্ষিত শহরবাসীর কুক্ষিগত না রেখেসেইসব নিরক্ষর বা সদ্যসাক্ষর মানুষদের কাছেও পৌঁছে দেওয়া যারামাটি জানে, গ্রাম জানে, নিকট পরিপার্শ্ব জানে, তালুক জানে, হয়তো কাছেরকোনো কোনো শহরের কথাও শুনেছে, কিন্তু দেশের কোনো ধারণাই যাদের নেই? আর শিশিরকুমার দাশ যে ভারতবোধনিয়ে অভিমানকাতর নন তার প্রমাণ তাঁর ১৯১১-৫৬ কালখণ্ড সংকলিতআখ্যানের অন্তিম অধ্যায়ের শেষতম অংশ, যার শিরোনাম তিনি দিয়েছেন'ভারতবর্ষ কোনদিকে'। কথাটাতিনি নিয়েছেন বিভূতি ভূষণের 'আরণ্যক' থেকে, চকমকিতলারআদিবাসী কন্যা ভানুমতীর সঙ্গে লেখকের সেই মর্মস্পর্শী সংলাপ থেকে। ভানুমতীরচেতনায় কোনো অস্তিত্বই নেই ভারতবর্ষের। তাহলে কোথায় অবস্থানভারতবর্ষের ? ওই সংলাপ উদ্ধৃত করে যে-মন্তব্য করেছেনশিশিরকুমার দাশ তা এই-'ভানুমতী শুধু এক নিরক্ষর আদিবাসী কন্যানয়, বিহারের অরণ্যভূমির এক অখ্যাত দরিদ্র গ্রামের অধিবাসী, ভানুমতী তারঅনার্য পূর্বপুষের তৈরি এক বিস্মৃত সভ্যতারও প্রতিনিধি। যে-দুজনের এই দ্বিরালাপ তারা দুই সংস্কৃতির প্রতিভূ, ভিন্ন তাদেরইতিহাসবোধ, ভিন্ন দেশচছবি, একজন তার দেশকে জানে "ভারতবর্ষ" বলে যার কোনো বোধই নেইঅন্যজনের। লেখকের এই প্রশ্ন "ভারতবর্ষ কোন্‌দিকে" তাই আধুনিক ভারতের আত্মপরিচয় সন্ধান নিয়েইপ্রশ্ন তোলে।' লেখকের জবানিতে বিভূতিভূষণের এই ভানুমতীসম্ভাষণের এক বিশেষ তাৎপর্য দেখতে পাচ্ছেন শিশিরকুমার দাশ- এতে তিনিআধুনিক ভারতীয় ভাষার লেখকদের ভারতসন্ধানের এক আত্যন্তিকরূপ দেখছেন। ভারতবর্ষ এক দৃঢ় প্রতিষ্ঠ স্বয়ংপ্রকাশ সত্য,এই বিশ্বাসের পুনঃপুনক্তি মাত্র না করে তিনি ভারতসন্ধানের কথা তুলেছেন,সেই সন্ধান যে কত জরি ভারতীয় ভাষায় সাহিত্যসমূহের পক্ষে তাজানাচ্ছেন। এই ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসপ্রণেতার পেছনে অসহিষ্ণু,উগ্রতাপ্রবণ, অন্ধ জাতীয়তাবাদের ছায়া কী করে দেখব ? তাঁর এইভারতসন্ধান বিষয়ক কথা তিনি এইভাবে শেষ করেছেন 'এইনিরন্তর সন্ধান থেকে লেখকরা যা খুঁজে পাচ্ছেন তা এক বৈচিত্র্যময়ভারতবর্ষ, অনেক জাতির, অনেক সভ্যতার , অনেক অঞ্চলের , অনেক ধর্মের,অনেক ভাষার ভারতবর্ষ। তার কোনো একটিকে খুঁজে পাওয়া মানেই অন্যআরেকটির খোঁজে বেরিয়েপড়া। তার জীবন্ত নরনারীর আর তারচেনামহলের রূপায়ণে ভারতীয় সাহিত্য তার আপন সীমা নিরন্তরঅতিক্রম করছে, করে কেবলই ভারতবর্ষ অভিমুখে এগোচ্ছে'। এর পরেওকি শিশিরকুমার দাশের এই প্রকল্প নিয়ে আমাদের সংশয় থাকবে ?

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com